একটা পারিবারিক কাহিনী

তমাল রায়

বাবা

ওই যে পায়রাটা পুরানো বাড়িটার গর্তে বসে ঠোঁটে করে খাবার ঢুকিয়ে দিল, ও আমার মা। তারপর ঠোঁটে করে পরিষ্কার করে দিল আমার শরীর। উড়ে যাবার আগে মা বলছিল সেই গল্পটা—কেমন করে ডিম ফোটার আগে বাবা গর্ত থেকে ফেলে দিতে চেয়েছিল ডিমটাকে। মা বাঁধা দিয়েছিলো। তারজন্য মাকে কম গালাগাল শুনতে হয়নি। বলে রাখা ভালো আমার বাবা পাখি পছন্দ করতেন না। ওরা নাকি হেগে মুতে জায়গা নোংরা করে। তবে বাবা পায়রার মাংস পছন্দ করতেন।

মা

আমাদের শহরে যেদিন প্রথমবার ট্রেন এলো সারা শহর-জুড়ে কি আনন্দ। প্রদীপ জ্বালিয়ে, মালা, সিঁদুরের টিপ পরিয়ে সেই ট্রেনকে অভ্যর্থনা করা হলো, আমার মা গেছিল ট্রেন দেখতে। চোখ বড়ো বড়ো করে অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়েছিল মা। ব্যস মায়ের মুখে হঠাৎ করে ঢুকে গেল ট্রেনটা। আর একটু নড়ে-চড়ে, একটু ক্যাঁচ-কোচ আওয়াজ করতে করতে কখন যেন মা হয়ে গেল একটা গোটা ট্রেন। শুরুতে হেলেদুলে তার পরে জোরে চলতে শুরু করল আমার মা। তখন কি তার আনন্দ! গ্রাম পেরোয়, শহর পেরোয়, দালান পেরোয়, চিলেকোঠা পেরোয়...আর আমার মা বড়ো হয়ে ওঠেন। কত মানুষ আসছে-যাচ্ছে বিকিকিনি—নেশা, দৌড়োনোর তো একটা নেশা থাকে.....আর নেশার ঝোঁকেই ভুলটা করে বসল। বাবার সাথে পরিচয় তো দৌড়োতে গিয়েই। মা বোঝেনি বাবা ছিল আর পাঁচজনের মতো জাস্ট একজন প্যাসেঞ্জার। কয়েক স্টেশন পার হওয়ার পর যে নেমে যাবে। আর তারপর একা বয়ে-চলা শরীরটাকে — ক্যাঁচর-ক্যাঁচর রাতের পর রাত — নিরন্তর বয়ে-চলা। তারপর জানেন সেই দুর্ঘটনাটা হলো ভুল সিগনাল ... আর .....

ট্রেনের সমস্ত শরীর ছাপিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল সেদিন.....কত কাঁদলাম একা। আবার রাত গড়ালে দেখি সেই জোরাল ট্রেন-হুইসলের শব্দ। মা ডাকছে .....আসলে মায়ের কখনও মৃত্যু হয় না, কিন্তু ট্রেনের আওয়াজ শুনলে চোখে আসে জল, মা এই দেখো তোমার জন্য কাঁদছি ।

প্রেমিকা

ইঁটের গায়ে ইঁট লাগিয়ে তবে না তৈরি হয় স্তম্ভ। চিলেকোঠা, সেতু, সেতুর ওপারে থাকত ওরা। এপারে আমরা। মাঝখানে ছিল খাল। শহরের ওইসব খাল তো পায়খানা আর পেচ্ছাবের বিচরণ ক্ষেত্র তবু ওর মধ্যেও ছিল মাছ। আঁশটে গন্ধ বাদ দিলে মাছ আমার ভালোই লাগত। মাছের পেটে ছিল আংটি। কবে কি করে তা মাছের পেটে গেল সে-কথা রূপকথার গল্পে পড়বেন। আপাতত বলি, আমি সেতুতে উঠলেই মাছটা জলের ওপর এসে খাবি মারত। খালে যেদিন নৌকো চলা শুরু হলো সেদিন জালে ধরা পড়ল মাছটাও। মাছটা গর্ভবতী ছিলো। গতি হয়ে এসেছিল ধীর। তাই .....

আমার সন্তান কিন্তু মাছ ছিল না।

দাদু

কবর স্থানের ওই বুড়ো অশ্বত্থ গাছটার সাথে আপনাদের পরিচয় হয়নি নিশ্চয় । আমরা যখন ধূপধূনো দিতাম ও দিত আমাদের ছায়া। নখ ফোটালে যে দুধ বেরোত তা নাকি ইতিহাসের রসে জারিত। কত গল্প-ঘটনা-দুর্ঘটনা। তবু ও দাঁড়িয়ে ছিল নিজের মতো। আমার মা যখন প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে কোথাও ঠাঁই পাচ্ছেন না, ওইখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। ছাতা ধরেছিল ও। আড়াল করেছিল। তারপর যুদ্ধ গেল, মন্বন্তর গেল.....ও কিন্তু দাঁড়িয়ে .....

আমরা এখন গাছের তলাতেও ধূপ জ্বালাই। শীতে পাতা খসে গেলে ভয় লাগে। তবু জানি ও আছে। জানেন আমার দাদুর খুব গাছ হতে ইচ্ছে করত।